‘বইটা আমার সব পেশেন্টদের বাড়ির লোকেদের দিন’

‘জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে’।

যখন নির্বাচনী প্রচারে কথার ফুলঝুরি ছুটছে রঙ-বেরঙের দলের নেতাদের মুখে, তার মধ্যে খুব সাদামাটা একটি বাক্য। কী দাম আছে এর! কোনও খবরের কাগজের হেডিং খুঁজলে পাওয়া যাবে না, টিভি চ্যানেলের নামী-দামি অ্যাঙ্করদের সান্ধ্য তর্ক-আসরেও তার ঠাঁই নেই। বড় বড় ঝকমকে নেতাদের সভা কাঁপানো লাউড স্পিকারের ঝড়েও তার ঠাঁই হওয়ার নয়। তবু এই একটি শব্দ-বন্ধই আলোড়ন তুলছে, স্পন্দন জাগাচ্ছে মানুষের বিবেকে। যে মনুষ্যত্বকে শত চেষ্টাতেও শাসকশ্রেণি নির্মূল করে দিতে পারেনি, তারই দরবারে আবেদন নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে এই কথাগুলি।

এস ইউ সি আই (সি)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আবেদন সংবলিত পুস্তিকার এই শিরোনামটাই হয়ে উঠছে বহু জায়গার আলোচ্য বিষয়। হাজার হাজার কর্মীর চেষ্টায় সে বই পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের হাতে হাতে। ট্রেন ধরার তাড়ায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা অফিসযাত্রীও তাই একটু থামছেন, নিয়ে যাচ্ছেন বই। আবার বাড়িতে বাড়িতে যাঁরা সংসারের সকলের মঙ্গলের সাধনায় দিন-রাত এক করে ফেলেন, সেই মা-কাকিমারা, যাঁরা নিতান্তই গৃহবধূ, হাতে তুলে নিচ্ছেন এই বই। তন্ন-তন্ন করে খুঁজছেন নির্বাচনী ডামাডোলের মাঝে গুলিয়ে যাওয়া সত্যের পথ। খাস কলকাতার ডালহৌসি পাড়া থেকে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের খেতে খামারে, কারখানার গেটে, হাটে-গঞ্জে এমন করেই হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে সে বই। কখনও লোকাল ট্রেনের কামরায় কখনও বা ভরা বাজারের চাপ-চাপ ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকেও একটু কান পাতলেই প্রায়ই শোনা যাচ্ছে এই গুঞ্জন। যেমন দেখা গেল এপ্রিলের প্রথম শনিবারেই মধ্য কলকাতার লেবুতলা এলাকার ন্যাড়া গির্জার বাজারে। এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা বই বিক্রি করছিলেন। চায়ের দোকানে তখন আলোচ্য— ‘রাজ্যে ৪২টা আসনেই এস ইউ সি লড়ছে’? এক ছাত্রকর্মীকে ডাকলেন বর্ষীয়ান একজন। ‘বাড়িতে এস, তোমরা ৪২টা আসনেই লড়ছ! বিরাট খরচ, এত পাবে কোথায়? কিছু টাকা নিয়ে যেও।’ দিয়েছেন তিনি যথাসাধ্য। এমন অভিজ্ঞতা একটি নয়, সারা রাজ্য জুড়ে এমনই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন অক্লান্ত প্রচারে ব্যস্ত দলের কর্মী-সমর্থকরা।

নির্বাচন একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। তাতে গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য কী? রকমারি দলের ওজনদার, নানা তকমাধারী চটকদারি কথা? নাকি জনজীবনের সমস্যা সম্পর্কে সে দলের দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক কী? এটা বুঝতে চাওয়াটাই যে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন। এই কথাটাই ভোটবাজ দলগুলি ভুলিয়ে দিতে চায় মানুষকে। আর নির্বাচনের মুখে ঠিক সেই প্রশ্নটাই তুলে ধরছে এস ইউ সি আই (সি)। স্বাধীনতার ৭২ বছরে ১৬ বার পার্লামেন্টে প্রতিনিধি পাঠাতে ভোট দিয়েছে মানুষ। পরিণামে কী পেয়েছে তারা? সরকার এসেছে, সরকার গেছে, গদিতে আসীন দলের নাম ঝান্ডার রঙের পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির কী সমাধান হয়েছে? কেন হল না? কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে সেই প্রশ্নটাই তুলেছে কমরেড প্রভাস ঘোষের বই। তাই মানুষের বিবেককে তা নাড়া দিয়েছে। সে কারণেই দলের ৪৮ লেনিন সরণির দপ্তরের ফোন নম্বর জোগাড় করে কলকাতার হরিদেবপুর থেকে ফোন করেছেন এক মহিলা। বইটি পড়েছেন তিনি। জীবন সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পেয়ে অভিভূত। দলের সাথে নিবিড় যোগাযোগ চান। বাঁকুড়া শহরের এক ব্যস্ত ডাক্তারবাবু বইটা নিজে পড়ার পর ডেকে পাঠিয়েছেন, দলের সংগঠককে। তিনি পৌঁছতেই তাঁর প্রথম প্রশ্ন, ‘সাথে বইটা বেশি করে এনেছেন? আমার সব পেশেন্টদের বাড়ির লোককে দিন। আমি চাই সকলে পড়ুক।’

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া থেকে কলকাতার গার্ডেনরিচে কাজের সূত্রে আসা একজন দীর্ঘদিন সিপিএম করেছেন। খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন বামপন্থার যথার্থ স্বর। বইটি হঠাৎ করে পেয়েছেন এক রাস্তার মোড়ে। নিঃশেষে পড়েছেন সবটা। পরদিন গার্ডেনরিচের এক প্রচার টেবিলের কাছে এসে বলে গেছেন, আপনারাই আজ একমাত্র বামপন্থী। আপনাদের পাশেই আজ থাকা দরকার। আপনাদের কর্মীরা যেন আমার বাড়িতে যোগাযোগ করে।

পিজি হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে বই বিক্রি করতে গিয়ে এক ছাত্রী কর্মীর অভিজ্ঞতা মন ছুঁয়ে যায়। এক মধ্যবয়স্ক মানুষ এসেছিলেন স্ত্রীর গুরুতর রোগের চিকিৎসা করাতে। বই নেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে দাঁড়ালেন। নিজের পরিচয় দিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের এক সিপিএম সমর্থক হিসাবে। বইটা হাতে নিয়ে একটু যেন থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলেন কিছু, তারপর বললেন, আমি অন্য দল করি কিন্তু মনে করি বামপন্থী রাজনীতিতে এসইউসিআই(সি) একটা বিশিষ্ট মর্যাদার দাবি রাখে। বামপন্থার ঝান্ডাটা আপনারাই শেষ পর্যন্ত তুলে ধরে আছেন। বইয়ের সাথে গণদাবীর ৭১ বর্ষ, ৩১ সংখ্যাটিও নিলেন। ওই সংখ্যায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্যের সাথে ছাপা হয়েছিল তাঁর একটি ছবি। স্ত্রী কাগজটা ভাঁজ করে ব্যাগে ঢোকাতে যেতে বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়াও ভাল করে একটু মুখটা দেখি। বহুক্ষণ তাকিয়ে আছেন ছবির দিকে, অস্ফুটে বলছেন শোনা গেল— ভরসা লাগে। সিপিএম হয়ত তোমাদের থেকে ভোট বেশি পাবে, দু-চারটে সিটও পেতে পারে, কিন্তু এখন বামপন্থার ভরসা তোমরাই।

সেই সুন্দরবনের কোলে পাথরপ্রতিমার গ্রাম থেকে কলকাতায় রঙের কাজ করতে এসে সরশুনাতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকা এক শ্রমিকের মুখেও সেই একই কথা। গড়িয়াহাটে সিগন্যালে থামা মিনিবাসের ড্রাইভার-কন্ডাক্টর-যাত্রী, রবিবারের হরিসাহা হাটের হকার, খান্না মোড়ের বাসড্রাইভার নিজের থেকে ডেকে চেয়ে নিয়েছেন বই। এমন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে বহু জায়গায়।

কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশক থেকে শুরু করে ঠনঠনিয়ার বাসিন্দা চাকুরিজীবী প্রত্যেকের মুখ থেকেই শোনা কথাগুলির নির্যাস এক— এই রাজনীতিটাকে বড় করে তোলাটাই আজ সবচেয়ে জরুরি কাজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আশেপাশে দলের কাজে নিযুক্ত এক এসইউসিআই(সি) কর্মীকে এক প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার বলে দিয়েছেন, ‘তোমরা জিতবে কি জিতবে না, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল তোমাদের এই রাজনীতির শক্তিটাকে বাড়ানো। এটাই আজ আমাদের সকলের কর্তব্য।’

বাঁকুড়ার সোনামুখির এক অঙ্কের অধ্যাপক বলেছেন তাঁর নিজস্ব অঙ্কের ভাষায়। বই কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন সকালে, পড়ে শেষ করার পর রাত ১১টায় ফোন করেছেন দলের এক সংগঠককে। বললেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি— ‘‘আমি অঙ্ক শেখাতে ক্লাসে ছাত্রদের বলি ‘নানা মুনির নানা মত, অঙ্কের কিন্তু সোজা পথ’ অর্থাৎ অঙ্ক কারও মুখ দেখে চলে না। সোজা সাপ্টা সত্যটাই তুলে ধরে। আপনাদের বইও অন্য সব কথাকে চাপা দিয়ে সত্য কথাটা সোজা ভাবে বলে দিয়েছে। এটাই সঠিক কথা। তিনি আরও বই চেয়ে পাঠিয়েছেন, অন্যদের দেওয়ার জন্য। বাঁকুড়ার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী রাস্তা থেকে বই নিয়ে গিয়ে পড়েছিলেন। পরদিন ডেকে পাঠিয়েছেন দলের এক পরিচিত সংগঠককে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর ব্যাঙ্কের সমস্ত সহকর্মীদের বই দিয়েছেন।

কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকার এক প্রাক্তন সিপিএম সমর্থকের কথায়— প্রকৃত বামপন্থী না হলে কেউ এমন কথা লিখতে পারে না। রাজারহাটের বাসিন্দা এক উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার নিজে বইটি পড়ার পর আরও ১০০ কপি চেয়ে পাঠিয়েছেন। বলেছেন, ‘পরিচিত সকলকে দেব’। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকে সিপিআই-সিপিএম রাজনীতির সাথে যুক্ত থেকেছেন। ছাত্রজীবনে শুনেছিলেন, বামপন্থী রাজনীতিকে উচ্চ-আদর্শের তারে বাঁধতে কমরেড শিবদাস ঘোষের সংগ্রামের কথা। একদিন কৌতূহলী হয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ যেখানে থাকতেন সেই টালা কমিউন দেখতে চলেও গিয়েছিলেন। সঠিক বামপন্থী আদর্শের খোঁজ করেছেন সারা জীবন। আশা ছিল ভুল বুঝে সিপিএম আবার বামপন্থার পথে ফিরবে। আজ বুঝছেন তা সম্ভব নয়। তাই প্রকৃত বামপন্থার খোঁজ করতে গিয়ে নতুন করে সন্ধান করছেন এস ইউ সি আই (সি)-র আদর্শকে।

৬ এপ্রিল সরশুনাতে বাইক থামিয়ে অনেকক্ষণ মাইকের প্রচারের কথা শুনছিলেন এক যুবক। কিছুক্ষণ পর গিয়ে দাঁড়ালেন টেবিলে বসা কর্মীদের সামনে। ‘আপনারা যা বলছেন, তা সত্যিই ভিতর থেকে বলছেন? এমন করে ভাবেন আপনারা? এই নির্বাচনী ব্যবস্থায় বামপন্থীরা যেভাবে হোক কিছু সিট বেশি পেলেই বামপন্থী আন্দোলনের কোনও লাভ হবে কি? এ আমারও প্রশ্ন। সিটের লোভে আদর্শ বিসর্জন দিলে মানুষের জন্য কিছুই করা যাবে না। এ কখনও বামপন্থার লক্ষ্য হতে পারে!’ পরিচয় দিয়ে জানালেন, তিনি মধ্য কলকাতার এক ওয়ার্ডের সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের সম্পাদক। সিপিএমকে আর বামপন্থী বলতে মন চাইছে না। বই নিয়েছেন, ফোন নম্বর ঠিকানা দিয়ে যোগাযোগ করতে বলে গেছেন। ওই সরশুনাতেই দাঁড়িয়ে প্রচারের কথাগুলি শুনছিলেন আরেক যুবক। এগিয়ে এসে বললেন, ‘মদ নিষিদ্ধ করার দাবি তুলছে কোনও রাজনৈতিক দল, তা আগে শুনিনি।’ বলেছেন, আপনাদের সাথে থাকব।

একটি অনন্য অভিজ্ঞতার স্বাদ পেলেন বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে প্রচার এবং বই বিক্রির কাজে মগ্ন কিছু ছাত্র-ছাত্রী কর্মী। ৫ এপ্রিল সারা দিন ধরে প্রচার করছিলেন তাঁরা। সন্ধ্যার শুরুর দিকেই এসে দাঁড়ালেন এক প্রৌঢ়া। বই নিলেন, কিন্তু প্রশ্ন তোমরা কী পাচ্ছ? অল্পবয়সী ছাত্রীটি মিষ্টি হেসে উত্তর দিয়েছে— আদর্শের স্বাদ, একটা মর্যাদাময় জীবনের স্বপ্ন, এ কি কম পাওয়া কাকিমা! প্রৌঢ়ার কৌতূহল গেল বেড়ে, জনে জনে জিজ্ঞাসা করছেন, কী পাবে তুমি? কত বেশি, কত বড় সেই পাওনা, যার জন্য শরীরপাত করে, ক্লান্ত দেহেও তোমাদের বিরাম নেই? এবার এগিয়ে এল আর একটি মেয়ে, মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচবার পথ পাব বলে এই রাজনীতিতে এসেছি, বলুন আর কত বেশি চাইব? এর থেকে বড় কী চাইতে পারি? আর কোনও পথ কি তা আমায় দিতে পারত?

একটু চুপ থেকে প্রৌঢ়ার অনুরোধ, তোমাদের এই কথাগুলি ভিডিওতে তুলতে চাই। আবার বলবে? এবার অবাক হওয়ার পালা দলের কর্মীদের। কেন? বললেন, আমার শ্বশুর মশাইকে দেখাব। তাঁর ৯০ বছর বয়স, এক সময় জ্যোতি বসুর সাথে রাজনীতি করেছেন। বামপন্থী রাজনীতির অবক্ষয় দেখে খুবই ব্যথা পান। আজকের ছেলেমেয়েরা এমন করে আদর্শের কথা বলছে শুনলে উনি শেষ বয়সে একটু শান্তি পাবেন। তাঁকে এই উপহারটুকু তোমাদের মাধ্যমে দিতে চাই।

তুললেন প্রচারের ভিডিও। কয়েকজন কর্মীর বক্তব্য রেকর্ড করলেন। এদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-ডিগ্রির অধিকারী হয়েও কেরিয়ারের বদলে সর্বক্ষণের রাজনীতির পথই বেছে নিয়েছে শুনে তাঁর চোখে মুখে অদ্ভুত তৃপ্তি। যাবার সময় বলছেন, আমার ছেলে বিদেশে থাকে। স্বামীর সাথে আমিও মুম্বইয়ের বাসিন্দা। কলকাতায় এসেছি বৃদ্ধ শ্বশুরমশাইয়ের কিছুদিন দেখভাল করার জন্য। এখান থেকে যা নিয়ে গেলাম তা শুধু তাঁকে দেখাব তাই নয়, ছেলেকে আর স্বামীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি যেন বলতে চান— দেখ এমন ছেলে মেয়েরাও এদেশেই জন্মায়। সমস্যা ওদের হার মানাতে পারে না। ওদের এই মহৎ স্বপ্ন দেশটাকে বড় করবেই একদিন। বলে গেলেন, ‘ভরসা পেলাম’।

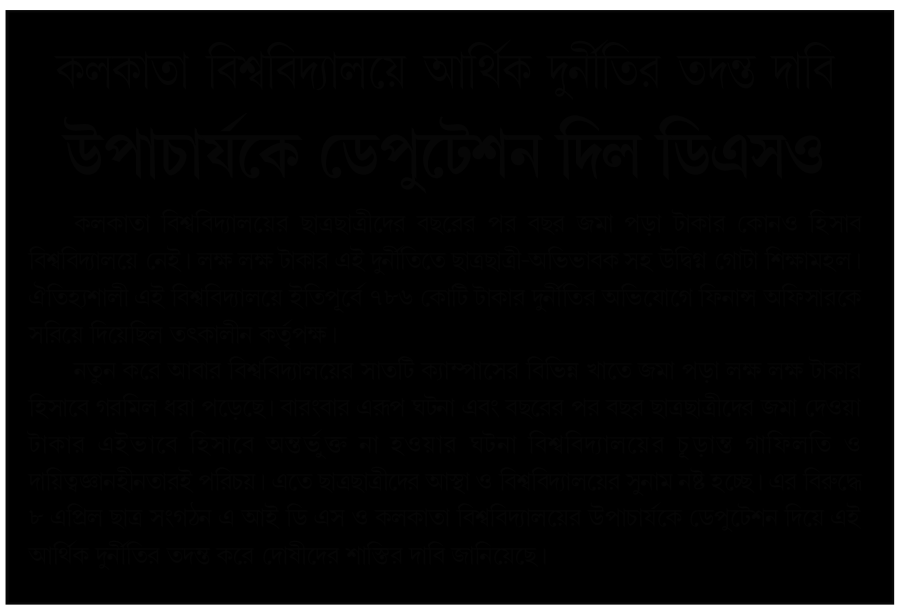

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

প্রবীণ নেতা কমরেড রণজিৎ ধর অসুস্থ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর গত ২ এপ্রিল সল্টলেক পার্টি সেন্টারে হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর বয়স ৯০ বছর। এদিন তাঁর মূত্রনালী দিয়ে প্রবল রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তৎক্ষণাৎ তাঁকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তার কমরেড অশোক সামন্তের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক টিমের দ্বারা তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, কিডনির রোগ, ইস্কিমিক হার্ট ইত্যাদি নানা রোগে তিনি ভুগছিলেন। ডাক্তার অশোক কুমার সামন্ত স্বাক্ষরিত এক মেডিকেল বুলেটিনে বলা হয়েছে, দ্রুত চিকিৎসায় তিনি আগের থেকে সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ নন।

বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা

৩১ মার্চ শিলিগুড়ি হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ভবনে ২০১৮ সালের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলার ১৪০ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা এবং বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. প্রদীপকুমার মণ্ডল। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, যথাক্রমে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের আইনজীবী শুভ্রাংশু চাকী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক, শিক্ষক আন্দোলনের সপুরিচিত ব্যক্তিত্ব ড. তরুণকান্তি নস্কর। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পর্ষদ কোষাধ্যক্ষ তপন সামন্ত, পর্ষদ সদস্য শংকর গাঙ্গুলী এবং অমল রায় প্রমুখ।

অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর তাঁর বক্তব্যে আজকের দিনে শিক্ষার মানোন্নয়নের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার সাফল্য কামনা করেন।

তিনি তাঁর বক্তব্যে পূর্ববর্তী সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে যে বৃত্তি পরীক্ষা ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়া হয়েছে তার সমালোচনা করেন। কিন্তু পরিবর্তিত সরকার এখনও কেন পাশ-ফেল চালু করতে পারল না তাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। অন্য সকল বক্তা অবিলম্বে বৃত্তি পরীক্ষা ও পাশ-ফেল চালুর গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

চিকিৎসকদের আন্দোলনের জয়

গত বছরের মতো এবারও রাজ্য সরকার নিট, পিজি কোয়ালিফায়েড এবং ৩ বছরের বেশি সময় ধরে চাকরিরত সরকারি চিকিৎসকদের একটা বিরাট অংশকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে ২৮ ফেব্রুয়ারি একটা নোটিস জারি করে বলে এ বছর ২৩৭ জনের বেশি কাউকে এমডি/এমএস পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। যদিও গ্রামীণ হাসপাতাল স্তরে ৯০ শতাংশের বেশি বিশেষজ্ঞের পদ শূন্য পড়ে রয়েছে।

সরকার গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের যতই ফলাও প্রচার করুক, এ কথা আজ প্রমাণিত যে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আজ ভেঙে পড়ার ফলে গ্রাম থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার রোগী রেফারর্ড হয়ে কলকাতায় আসতে বাধ্য হন।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য এ বছরে নিট, পিজি উত্তীর্ণ সরকারি ডাক্তারদের এমডি/ এমএস পড়ার সুযোগ দেওয়ার দাবিতে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের নেতৃত্বে বারবার ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস, ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁরা অনড় থাকায় অবশেষে এসডিএফ-এর নেতৃত্বে ১১৫ জন সদস্য আদালতের দ্বারস্থ হন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুন্যাল (ডব্লিউবিএটি)-এর বিচারপতি সৌমিত্র পাল এবং মি. সুবেশ দাসের সামনে আইনজীবী প্রতীক ধর বলেন, 'সরকারি হিসাব অনুযায়ী যত সংখ্যক চিকিৎসক তিন বছর বা তার বেশি দিন ধরে চাকরি করছেন তার ১০ শতাংশের সমান ৪৬৬ বা তার বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু স্বাস্থ্যভবন ২৩৭ জনের বেশি এ বছর ভর্তি হতে দেবে না এবং টিআর দেবে না। বিচারপতি সৌমিত্র পাল সরকারের ২৩৭ সংখ্যা নির্ধারণকে বেআইনি বলে চিহ্নিত করেন এবং এ বছর ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্ত যোগ্য আবেদনকারীদের ভর্তি নেওয়ার জন্য এক অন্তর্বর্তী রায় দেন।

এসডিএফ-এর পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার সজল বিশ্বাস এক বিবৃতিতে এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আজকের এই রায় ঐতিহাসিক। এই জয় চিকিৎসকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জয়। সঠিক নেতৃত্বে জনস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দাবি নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করলে যে কোনও দাবি আদায় করা সম্ভব'।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রকাশিত নির্বাচন সংক্রান্ত এই মূল্যবান পুস্তিকাটি বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু, কন্নড়, তামিল, তেলেগু, মালায়লম ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে

বাংলা *তেলেগু* *হিন্দি* *উর্দু* *কন্নড়*

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com